[২০১৯] ৬ এস. সি. আর. ৯১০

শ্রীমতী পি. লীলাবতী (ডি) এল. আর. এস দ্বারা

বনাম

ভি. শঙ্করনারায়ণ রাও (ডি) এল. আর. এস দ্বারা

(২০০৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১০৯৯)

০৯, এপ্রিল, ২০১৯

[এল. নাগেশ্বর রাও এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতিদ্বয়]

মামলা – বণ্টন – আপিলকারী-মূল বাদী তার প্রয়াত পিতার তপশিলভুক্ত সকল সম্পত্তিতে এক-চতুর্থাংশ অংশ দাবি করেছিলেন – বাদী অভিযোগ করেন যে বিবাদীগণ-তার ভ্রাতৃদ্বয় তাকে এক-চতুর্থাংশ অংশ দিতে অস্বীকার করেছেন – বাদী বণ্টনের মামলা দায়ের করেন – বিচারিক আদালত এই মর্মে মামলাটি খারিজ করে দেন যে, মামলার তপশিলভুক্ত সম্পত্তিগুলো পক্ষসমূহের পিতার স্ব-অর্জিত সম্পত্তি ছিল না এবং সেগুলো ১ থেকে ৩ নম্বর বিবাদীদের সম্পত্তি ছিল; ২ নম্বর তপশিলে উল্লিখিত ব্যাংক আমানতগুলোও ১ থেকে ৩ নম্বর বিবাদীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল – উচ্চ আদালত ২৬.০২.১৯৯৯ তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করেন এবং এই সিদ্ধান্ত দেন যে, সম্পত্তিগুলো মূল বিবাদীদের নামে থাকলেও পিতা ও বিবাদীদের মধ্যেকার লেনদেনগুলো বেনামি প্রকৃতির ছিল – উচ্চতম আদালত বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য পুনরায় উচ্চ আদালতে প্রেরণ করেন – এরপর, প্রেরিত হওয়ার পর উচ্চ আদালত বিচারিক আদালতের রায় বহাল রাখেন এবং এই সিদ্ধান্ত দেন যে সম্পত্তিগুলো বেনামি প্রকৃতির ছিল না – আপিলকারী দাবি করেন যে ১ থেকে ৩ নম্বর বিবাদীদের নামে অর্জিত মামলার সম্পত্তিগুলো বেনামি প্রকৃতির ছিল – আপিলের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়: উচ্চতম আদালত একাধিক সিদ্ধান্তে এই অভিমত দিয়েছেন যে, অর্থের উৎস কখনোই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না এবং এটি কেবল প্রাসঙ্গিক বিবেচনার একটি অংশ মাত্র, তবে চূড়ান্ত চারিত্রিক নির্ধারক নয় – বর্তমান মামলায়, উচ্চ আদালত সঠিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বাদী এটি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে ১ থেকে ৩ নম্বর বিবাদীদের নামে মামলার সম্পত্তি ক্রয় করা বেনামি প্রকৃতির ছিল – বাদী তার পিতার সেই অভিপ্রায় প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, তিনি পরিবারের জন্য এবং পরিবারের পক্ষে ১ থেকে ৩ নম্বর বিবাদীদের নামে এই সম্পত্তিগুলো ক্রয় করেছিলেন – বাদীর প্রয়াত পিতা তাকে এবং তার স্বামীকে একটি আবাসিক বাড়ি ক্রয় করতেও সহায়তা করেছিলেন – একইভাবে, প্রয়াত পিতার অভিপ্রায় ছিল ১ থেকে ৩ নম্বর বিবাদী-পুত্রদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা এবং সম্পত্তি ক্রয়ে তাদের সাহায্য করা – এই লেনদেনটি

শ্রীমতী পি. লীলাবতী (ডি) এল. আর. এস দ্বারা বনাম ভি. শঙ্করনারায়ণ রাও (ডি) এল. আর. এস দ্বারা **৯১১**

মামলা সম্পত্তির ক্রয়কে বেনামী প্রকৃতির বলা যাবে না- অতএব, বাদীর মামলা সম্পত্তির ১/৪ ভাগ দাবি করার কোনও অধিকার নেই-বেনামী লেনদেন (সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের অধিকার নিষিদ্ধকরণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৮-বেনামী লেনদেন (নিষিদ্ধকরণ) আইন,

আপিল খারিজ করে আদালত

বলেঃ মামলার বিভিন্ন সিদ্ধান্তে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আইন প্রয়োগ করে, এই আদালতের অভিমত হল যে হাইকোর্ট যথাযথভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বাদী প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে মামলা সম্পত্তির ক্রয়-আইটেম নং, । (ক) থেকে । (গ) পর্যন্ত বিবাদী নং, ১ থেকে ৩-এর নামে বেনামী প্রকৃতির ছিল। এটা সত্য যে, মামলা সম্পত্তি কেনার সময়-আইটেম নং, । (ক) থেকে ১ (গ), তাদের প্রয়াত পিতা দ্বারা কিছু আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, এই আদালত বিভিন্ন সিদ্ধান্তে যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে যে, লেনদেনটিকে বেনামী প্রকৃতির বলে ধরে রাখার একমাত্র নির্ধারক কারণ/পরিস্থিতি হতে পারে না। বাদী পরিবারের পক্ষে এবং পক্ষে মামলা সম্পত্তি কেনার জন্য বাবার অভিপ্রায় প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, যা বিবাদী নং, ১ থেকে ৩-এর নামে কেনা হয়েছিল। এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে, বাদী-কন্যা সাক্ষী বাক্সে পা রাখেননি এবং বাদী পক্ষের পক্ষে প্রমাণ তার স্বামী দিয়েছেন, যাকে যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে বহিরাগত বলা যেতে পারে। এছাড়াও, নথিভুক্ত করা হয়েছে যে বাদী এবং তার স্বামী বাদী এবং তার স্বামীকে ব্যাঙ্গালোরে আবাসিক বাড়ি কেনার জন্য আর্থিক সহায়তাও দিয়েছিলেন। তাই, বাদীর বাবা তাঁর মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং উপরে উল্লিখিত হিসাবে, ব্যাঙ্গালোরে আবাসিক বাড়ি কেনার জন্য আর্থিক সহায়তাও দিয়েছিলেন। এটিও রেকর্ড করা হয়েছে যে তাদের প্রয়াত বাবা এমনকি শেয়ার শংসাপত্র কিনেছিলেন এবং তাঁর মেয়ে-মূল বাদীকেও নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার দেওয়া হয়েছিল। অতএব,-উপরোক্ত তথ্য এবং মামলার পরিস্থিতি বিবেচনা করে, তাদের প্রয়াত বাবাও অবশ্যই আসামী নং ১ থেকে ৩ কে আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন -ছেলে এবং সম্পত্তি ক্রয়ে তাদের সহায়তা করে। অতএব, তাদের প্রয়াত বাবার উদ্দেশ্য ছিল যে সম্পত্তিগুলি কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে

১ থেকে ৩ নং, আসামীর নিজের এবং/অথবা তার পরিবারের সদস্যদের জন্য সম্পত্তি ক্রয় করা বলে বলা যায় না এবং তাই, হাইকোর্টের যথাযথ পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, মামলা সম্পত্তির ক্রয়ের লেনদেন-১ থেকে ৩ নং, আসামীর নামে ১ (ক) থেকে ১ (গ) পর্যন্ত আইটেমটি বেনামী প্রকৃতির বলে বলা যায় না। তাদের প্রয়াত বাবার উদ্দেশ্য ছিল তার পুত্রদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা এবং এর বাইরে নয়। লেনদেনকে বেনামী লেনদেন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অন্য কোনও উপাদান নেই, যা এই আদালত উপরোক্ত সিদ্ধান্তে বলেছিল। মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে এবং নথিভুক্ত প্রমাণ বিবেচনা করে, মামলার সম্পত্তি ক্রয়-১ থেকে ৩ নং, আসামীর নামে আইটেম (ক) থেকে ১ (গ)-কে বেনামী লেনদেন বলা যায় না এবং তাই, ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ ও গৃহীত এবং হাইকোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, বাদী মামলার সম্পত্তিতে ১/৪ ভাগ দাবি করার কোনও অধিকার রাখে না-আইটেম নং, ১ (ক) থেকে ১ (সি) যা পুত্ররা তাদের নামে পৃথক বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে কিনেছিল। [অনুচ্ছেদ ১০] [৯২৩-সি-এইচ; ৯২৪-এ-ডি]

বিনাপানি পল বনাম প্রতিমা ঘোষ (২০০৭) ৬ এস. সি. সি ১০০: [২০০৭] ৫ এস. সি. আর ৯৪৬; জয় দে আল পোদ্দার বনাম বিবি হাজরা (এম. এস. টি) (১৯৭৪) ১ এস. সি. সি ৩: [১৯৭৪] ১ এস. সি. আর ৭০; ভাল্লিয়াম্মল বনাম সুব্রামামম (২০০৪) ৭ এস. সি. সি ২৩৩: [২০০৪] ৩ সাপ্লিট। এস. সি. আর ৯৬৬-নির্ভরশীল।

ঠাকুর ভীম সিং বনাম ঠাকুর কান সিং (১৯৮০) ৩ এস. সি. সি ৭২: [১৯৮০] ২ এস. সি. আর ৬২৮-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন প্রসঙ্গ

[১৯৮০] ২ এস. সি. আর. ৬২৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬.৪
[২০০৭] ৫ এস. সি. আর. ৯৪৬	উপর নির্ভর করেছিল	অনুচ্ছেদ ৭.৭
[১৯৭৪] ১ এস. সি. আর. ৭০	উপর নির্ভর করেছিল	অনুচ্ছেদ ৯.১
[২০০৪] ৩ সম্পূরকের এস. সি. আর. ৯৬৬	উপর নির্ভর করেছিল	অনুচ্ছেদ ৯.২

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০০৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১০৯৯।

১৯৯১ সালের এফ আর এ নং, ২২০-এ ব্যাঙ্গালোরে কর্ণাটক হাইকোর্টের ০৬.০৯.২০০৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

বাসব প্রভু এস. পাতিল, প্রবীণ আইনজীবী, মিসেস রচিতা হেরিমাথ, চিনমে/দেশ পান্ডে, গীত আহুজা, ভি. এন. রঘুপতি, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবীগণ।

জি. ভি. চন্দ্রশেখর, এন. কে. ভার্মা, শ্রীমতী অন্‌শা ভার্মা, শ্রীমতী অঞ্জনা চন্দ্রশেখর, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবীগণ।

আদালতের রায় প্রদান করেন **এম. আর. শাহ, বিচারপতি** দ্বারা।

১. ১৯৯১ সালের ২২০ নং আর. এফ. এ-তে ব্যাঙ্গালোরে কর্ণাটক হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে, যার মাধ্যমে হাইকোর্ট মূল বাদী শ্রীমতী পি. লীলাবতী (বর্তমানে মৃত এবং তাঁর আইনি উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেছেন) দ্বারা দায়ের করা উক্ত প্রথম আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে এবং মামলাটি খারিজ করে দিয়ে বিদ্বান বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ফরমান নিশ্চিত করেছে, মূল বাদী শ্রীমতি পি. লীলাবতী-র আইনি উত্তরাধিকারীরা বর্তমান আবেদনটি পছন্দ করেছেন।

২. সংক্ষেপে বর্তমান আপিলের দিকে পরিচালিত তথ্যগুলি নিম্নরূপঃ

যে শ্রীমতি পি লীলাবতী ১৯৮০ সালের মূল মামলা নং ১২৪৮ ব্যাঙ্গালোরের চতুর্দশ অতিরিক্ত সিটি দেওয়ানী জজের আদালতে মূল আসামী-ভি শঙ্করনারায়ণ রাও (বর্তমানে মৃত এবং তাঁর আইনী উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেছেন) এবং আরও দুজনের বিরুদ্ধে বিভাজন এবং বাদী তফসিলি সম্পত্তিতে বাদীর ১/৪ "অংশ পুনরুদ্ধারের জন্য, পি যে মূল বাদী শ্রীমতী পি লীলাবতী এবং মূল আসামীরা হলেন প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাওয়ের বোন ও ভাই এবং কন্যা ও পুত্র, যিনি ০৮.১০.১৯৭৪-এ মারা গিয়েছিলেন।

২.১. মূল বাদীর পক্ষে মামলাটি ছিল যে তাঁর বাবা প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাও একজন এস্টেট এজেন্ট ছিলেন এবং তিনি তাঁর নামে এবং তাঁর ছেলেদের নামেও অর্থ ঋণের ব্যবসা করছিলেন এবং তিনি তাঁর ছেলেদের নামে সম্পত্তি কিনছিলেন, যদিও তাঁর বাবা সেই সম্পত্তিগুলির অর্থায়ন করছিলেন। বাদীর মতে, তাঁর মৃত্যুর সময়, জি ভেঙ্কট রাও একটি বড় সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন যার মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি, ব্যাঙ্ক আমানত ইত্যাদি ছিল যা অভিযোগ তফসিলে দেখানো হয়েছে। মূল বাদীর পক্ষ থেকে মামলাটি ছিল যে মামলা তফসিল সম্পত্তিগুলি যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি হিসাবে ছিল এবং/অথবা সেগুলি প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রয়াত পিতা জি ভেঙ্কট রাও কিনেছিলেন এবং তাদের বাবার দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিল

তার বাবার অন্তর্গত। এটি মূল বাদী পক্ষের পক্ষ থেকে মামলা ছিল যে যেহেতু বিবাদীরা তার ১/৪ শেয়ার দিতে অস্বীকার করেছিল এবং একটি এড়িয়ে যাওয়া উত্তর দিয়েছিল, যা বাদীকে তার শেয়ার লিখিতভাবে এবং দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য দাবি করতে প্ররোচিত করেছিল। এরপরে, তিনি ১৮.০৭.১৯৭৫ তারিখের একটি নোটিশ পেয়েছিলেন যা বিভাজন এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ নিষ্পত্তির দাবি জানিয়ে জারি করা হয়েছিল। কিন্তু বিবাদীরা বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব, বাদী পার্টিশন এবং বাদী তফসিলের সম্পত্তিতে তার ১/৪' শেয়ার পুনরুদ্ধারের জন্য উপরোক্ত মামলা দায়ের করেছিলেন।

৩. মূল বিবাদীগণ লিখিত বিবৃতি দাখিল করার মাধ্যমে মামলার বিরোধিতা করেছিলেন। মূল বিবাদীপক্ষের দাবি ছিল যে, মামলার আর্জিতে উল্লিখিত তফশিলভুক্ত সম্পত্তিগুলো বিবাদীগণের নিজস্ব ব্যক্তিগত অধিকারে রয়েছে। আর্জির তফশিলের ১ নম্বর বিষয় অর্থাৎ ৩২/১, আগা আব্বাস আলী রোডের প্রাঙ্গণটি ৩ নম্বর বিবাদীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ১ নম্বর তফশিলের (খ) অংশটি ২ নম্বর বিবাদীর এবং (গ) অংশটি ১ নম্বর বিবাদীর মালিকানাধীন। এই সম্পত্তিগুলো কখনোই তাদের প্রয়াত পিতা জি. ভেঙ্কট রাও-এর ছিল না এবং এগুলো তাঁর ভূসম্পত্তির অংশ নয়। ২ নম্বর বিষয়ের ক্ষেত্রে বলা যায়, তিনটি স্থায়ী আমানত বিবাদীগণের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। সিন্ডিকেট ব্যাংকের ক্যান্টনমেন্ট শাখায় প্রয়াত ব্যক্তি এবং ২ নম্বর বিবাদীর যৌথ নামে একটি সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাব ছিল। উক্ত হিসাবে এখনও সামান্য অর্থ অবশিষ্ট আছে। যাই হোক, উক্ত হিসাবে ১০,০০০ টাকার কোনো পাওনা অবশিষ্ট নেই। ৩ নম্বর বিষয়ের ক্ষেত্রে, প্রয়াত ব্যক্তির নিকট কোনো পাওনা বা ঋণ বকেয়া ছিল না। ৯৩৯টি শেয়ার প্রয়াত ব্যক্তি এবং বাদীর যৌথ নামে ছিল। ৮৪০টি শেয়ার ছিল প্রয়াত ব্যক্তি এবং ১ নম্বর বিবাদীর নামে। অন্য ৮৪০টি শেয়ার ছিল প্রয়াত ব্যক্তি এবং ২ নম্বর বিবাদীর নামে। ৯৪৯টি শেয়ার ছিল প্রয়াত ব্যক্তি এবং ৩ নম্বর বিবাদীর নামে। বাদীর বড় অংশ বা প্রধান শেয়ার ছিল যা প্রয়াত ব্যক্তি নিজের এবং বাদীর নামে ক্রয় করেছিলেন। প্রয়াত জি. ভেঙ্কট রাও ব্যাঙ্গালোর সিভিল স্টেশনের একটি আইনজীবী দপ্তরে প্রধান লিপিক বা কেরানি হিসেবে যুক্ত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর, প্রয়াত ব্যক্তি অত্যন্ত অনিয়মিতভাবে স্থাবর সম্পত্তি কেনাবেচার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। যাই হোক, তিনি অর্থ ধার দেওয়ার কোনো ব্যবসা করতেন না বা আর্জিতে যেভাবে দাবি করা হয়েছে সেভাবে কোনো সম্পত্তিও ক্রয় করেননি। প্রয়াত ব্যক্তি কোনো সময়েই সচ্ছল অবস্থায় ছিলেন না। মৃত্যুর সময় তাঁর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল এবং তিনি কোনো অলঙ্কার রেখে যাননি। এমনকি ব্যাঙ্গালোরের ১৩৮, আগা আব্বাস আলী রোড প্রাঙ্গণে উপলব্ধ আসবাবপত্রও.

উল্লেখ করার মতো ছিল না কারণ অবশিষ্ট টুকরোগুলি গণনা করা যেতে পারে/আঙুলের ডগায়। পুরো হোল্ড এফেক্টের মূল্য ৪০০.০০ টাকা অতিক্রম করবে না। উল্লিখিত প্রাঙ্গনের মধ্যে কেবল ১০,১২,১৯,২০,২১ এবং ২২ টি আইটেম মৃত ব্যক্তির মূল্যবান আইটেম ছিল। অন্যান্য আইটেমগুলি কোনও সময়েই বিদ্যমান ছিল না। বাদী বেঁচে থাকাকালীন তার বাবার কাছ থেকে সেরা জিনিসগুলি পেয়েছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে তার বাবার দ্বারা প্রদর্শিত অনুগ্রহের প্রাপক ছিলেন। মৃত ব্যক্তি এমনকি তার জামাতা, বাদী স্বামীকেও তার উদারতা প্রসারিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মৃত ব্যক্তি তার মেয়ে এবং তার স্বামীর ডাকে তার সম্পদ খালি করে দিয়েছিলেন। জামাতা মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে নগদ টাকাও সংগ্রহ করেছিলেন। বাদী এবং তার স্বামীকেও মৃত ব্যক্তির এবং ৩ নং, আসামীর কাছ থেকে একটি ১১.০৬.১৯৬৬ তারিখের প্রো-নোটের অধীনে ধার করা '৩০০০' টাকা-এর পরিমাণ দিতে হবে। মৃত ব্যক্তিকে প্রদেয় '২৯.১১.১৯৬৬' তারিখের অন্য একটি প্রো-নোটের অধীনেও তাদের ১৫০০ টাকা দিতে হবে। উপরের পরিমাণগুলি নির্ধারিত হারে সুদ বহন করে। বিবাদীরা যথাযথ আইনি প্রতিকারের মাধ্যমে উক্ত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের অধিকার প্রদান করে। বাদী তার বাবার কথিত এবং আর্থিক সহায়তায় ১৫০ নং,, বীরাপিল্লাই স্ট্রিট বহনকারী একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন। বাদী তার স্বামীর সাথে সক্রিয় সহযোগিতায় বাড়ি নং, ১৩৮, আগা আব্বাস আলী রোড মৃত এবং বাদী নং ২, যিনি তিরুপতি এবং মাদ্রাজে গিয়েছিলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে। বাদী ১৯৬৩ সালে কোথাও এই সময় সম্পর্কে অন্যায় লাভ করেছিলেন। বাদী তাঁর বিয়ের পরে মাত্র তিন মাস চিকমাগালুরে তাঁর স্বামীর সাথে ছিলেন। তারপরে তিনি তাঁর স্বামীর সাথে ব্যাঙ্গালোরে এসেছিলেন এবং প্রায় ছয় বছর তাঁর বাবার সাথে ছিলেন। বাদী বিশেষ সুবিধা উপভোগ করছেন এবং তাকে, তার স্বামী এবং তার সন্তানদের প্রায় নিয়মিতভাবে প্রদত্ত সুবিধাগুলি উপভোগ করছেন। তার বাবা ছাড়াও, বিবাদী নং ২ যথেষ্ট ব্যয়ে বাদী পরিবারের চাহিদাও দেখাশোনা করছিলেন। সমস্ত বিবাদী ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছেন। বেনামী লেনদেন (সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের অধিকার নিষিদ্ধকরণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৮-এর ধারা ২-এর বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, বাদী তফসিল ১-এ 'ক' থেকে 'গ' বিষয় সম্পর্কে যে দাবি করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

৩.১ যে বিচার আদালত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তৈরি করেছেঃ

১) বাদী কি প্রমাণ করেন যে তফসিল ১ থেকে ৫-এ বর্ণিত মামলা তফসিলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিগুলি স্ব-অধিগ্রহণ সম্পত্তি?

২) ব্যাঙ্গালোরের দেওয়ানী স্টেশনের আগা আব্বাস আলী রোডের নং ৩২/১ সহ খালি জায়গাটি ৩ নং আসামীর স্ব-অর্জিত সম্পত্তি কিনা?

৩) মামলার তফসিল ১ (খ) নং ৩২/১, আগা আব্বাস আলী রোড, দেওয়ানী স্টেশন, ব্যাঙ্গালোর সহ খালি জায়গাটি ২ নং আসামীর স্ব-অর্জিত সম্পত্তি কিনা?

৪) মামলার তফসিল। (গ) সম্পত্তি ১ নং আসামীর স্ব-অর্জিত সম্পত্তি কিনা?

৫) বিবাদীরা কি প্রমাণ করে যে মামলার তফসিল আই. বিচারপতি ব্যাঙ্কের আমানত প্রত্যেক বিবাদী ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি?

৭) বিবাদীরা কি প্রমাণ করে যে, ১৩৮/এ (নতুন নং, ৬) আর্মস্ট্রং রোড, দেওয়ানী স্টেশন, ব্যাঙ্গালোরে মামলার পঞ্চম পৃষ্ঠায় মামলার পঞ্চম তফসিলের আইটেম ১০,১২,১৯,২০,২১ এবং ২২ হিসাবে উল্লিখিত আসবাবপত্রের মূল্য খুব কমই ছিল?

৭) বাদী মামলা তফসিলের সম্পত্তিতে তার ১/৪ অংশ ভাগ এবং দখলের অধিকারী কিনা?

৪) মামলার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার কারণ আছে কি না?

৯) বাদী কোন ত্রাণের অধিকারী?

অতিরিক্ত সমস্যাঃ অভিযোগ অনুযায়ী বেনামী লেনদেন (সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের অধিকার নিষিদ্ধকরণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৮-এর ধারা ২ দ্বারা বাদীর দাবি কি নিষিদ্ধ?

৩.২ বিদ্বান বিচার আদালত এই বলে মামলাটি খারিজ করে দেয় যে মামলা তফসিল সম্পত্তিগুলি প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাওয়ের স্ব-অর্জিত সম্পত্তি নয়; মামলা আইটেম নং, (এ), ১ (বি) এবং। (সি) মূল আসামী নং, ১ থেকে ৩-এর সম্পত্তি; অভিযোগের তফসিল ॥-এ উল্লিখিত ব্যাঙ্ক আমানতগুলি আসামী নং, ১ থেকে ৩-এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বিদ্বান বিচার আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করে এবং রায় দেয় যে তফসিল ৫-এ উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে মামলা আইটেম নং, ১০, ১২, ১৯, ২০, ২১ এবং ২২ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, বাদী ১/৪ 'শেয়ারের অধিকারী এবং তাই বিচারিক আদালত বাদীকে ১/৪ ভাগ আদায়ের জন্য ফরমান মঞ্জুর করে যা ১৩৮/এ (নতুন নং, ৬) আর্মস্ট্রং রোড, দেওয়ানী স্টেশন, ব্যাঙ্গালোর বহনকারী প্রাঙ্গনে উপলব্ধ ছিল।

৪. বিদ্বান বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ফরমান নিয়ে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে মামলাটি খারিজ করে এবং এই রায় প্রদান করে যে

মামলার তফসিলভুক্ত সম্পত্তিগুলি প্রয়াত জি. ভেঙ্কট রাওয়ের স্ব-অর্জিত সম্পত্তি ছিল না এবং সেগুলি ১ থেকে ৩ নং, আসামীর সম্পত্তি ছিল, মূল বাদী উচ্চ আদালতে একটি আপিল পছন্দ করেছিলেন। হাইকোর্ট ২৬.০২.১৯৯৯ তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে বিদ্বান বিচার আদালতের রায় ও ফরমান খারিজ করে দিয়ে বলেছে যে সমস্ত সম্পত্তি যদিও মূল আসামীদের নামে ছিল, তবে লেনদেনগুলি বেনামী প্রকৃতির ছিল এবং বিষয়টির সেই দৃষ্টিতে বাদী তাতে ১/৪ "অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন।

৪.১ হাইকোর্টের ১ নং, তারিখের রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে আপিলের অনুমতি দেওয়া এবং বিদ্বান বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ফরমান বাতিল করে এবং ফলস্বরূপ মামলাটি জারি করে এবং বাদী উক্ত তফসিলের সম্পত্তির ১/৪ অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন বলে ধরে নিয়ে মূল আসামীদের আইনী প্রতিনিধিরা ২০০০ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৭১১৭-এর মাধ্যমে এই আদালতের দ্বারস্থ হন।

৪.২ এই রায় এবং তারিখের ১১.০৫.২০০৭ আদেশের মাধ্যমে, এই আদালত আপিলের অনুমতি দেয় এবং বিষয়টি হাইকোর্টের কাছে ফেরত পাঠায় এই পর্যবেক্ষণ করে যে হাইকোর্ট যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেনি এবং/অথবা বিবেচনা করেনি যে ১ নং প্রশ্নের লেনদেনটি বেনামী কিনা।

৪.৩ পরবর্তীতে, পুনঃবিচারনার পর, হাইকোর্ট তার আপিলের সিদ্ধান্তে রায় দিয়ে, প্রাথমিক আদালতের রায় ও আদেশের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে এবং মামলা এর বাদীকে তার দাবি থেকে বঞ্চিত করেছে। হাইকোর্ট বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে, মামলা তালিকার সম্পত্তির জন্য প্রতিপক্ষ নম্বর ১ থেকে ৩ এর মধ্যে যে ক্রয়/লেনদেন হয়েছে, তা ছিল না কোনো বেনামি লেনদেন এবং এই সম্পত্তিগুলি ছিল প্রতিপক্ষ নম্বর ১ থেকে ৩ এর স্ব-অর্জিত সম্পত্তি। সুতরাং, বাদী মামলা তালিকার সম্পত্তিতে কোনো অংশের অধিকারী নন। হাইকোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে এবং জানিয়েছে যে, বেনামি লেনদেন (প্রতিবন্ধক) আইন, ১৯৮৮ এর বিধি-পদ্ধতি পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে প্রযোজ্য।

৫. আপিল খারিজ করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করা এবং মামলা খারিজ করে ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ফরমান নিশ্চিত করা. মূল বাদী (এখন মৃত এবং আইনী উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা) বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছেন।

৬. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী জোরালোভাবে বলেছেন যে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে,

হাইকোর্ট আপিল খারিজ করে এবং মামলা খারিজ করে ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ফরমান নিশ্চিত করে একটি গুরুতর ভুল করেছে।

৬.১ আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি জোরালোভাবে বলেন যে, নীচের আদালতগুলি বাদীপক্ষের মামলাটি গ্রহণ না করে বস্তুগতভাবে ভুল করেছে যে। থেকে ৩ নং, আসামীর নামে অর্জিত মামলা সম্পত্তিগুলি বেনামী প্রকৃতির ছিল।

৬.২ আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, বিদ্বান বিচার আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক নিশ্চিত হওয়া অনুসন্ধানগুলি যে। থেকে ৩ নং, আসামীর নামে অর্জিত মামলা সম্পত্তিগুলি বেনামী প্রকৃতির ছিল না, বরং ৩ নং, আসামীর স্ব-অর্জিত সম্পত্তি ছিল, তা নথিভুক্ত প্রমাণের বিপরীত।

৬.৩ আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলির দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যে এটি প্রমাণ হিসাবে এসেছে যে বিক্রয়ের বিবেচনার অর্থ-বাদী এবং আসামীর ১ থেকে ৩ নং, দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে ডিডব্লিউ১ স্বীকার করেছে যে তিনি তাঁর পিতা প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাওয়ের কাছ থেকে ১,০৩০ টাকা ধার করেছিলেন এবং প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাও সরাসরি তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ডের কাছে ১,০৩০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফ্ট পাঠিয়েছিলেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এমনকি মামলা সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য পুরো বিবেচনার অর্থ-আইটেম নং, ১ (ক) থেকে ১ (গ) প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাও দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

৬.৪ আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি আরও বলেন যে, হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, মামলার সম্পত্তি ক্রয়ের অর্থ-আইটেম নং (এ) থেকে। (গ) প্রয়াত জি. ভেঙ্কটা রাও থেকে এসেছে, তারপরে, হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে ন্যায়সঙ্গত নয় যে বাদীকে আরও প্রমাণ দিতে হবে যাতে প্রমাণিত হয় যে মামলার সম্পত্তিগুলি বিবাদীদের সুবিধার জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছিল বা প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাওয়ের পুত্রদের নামে মামলা সম্পত্তি অর্জনের অন্যান্য কারণ ছিল-মূল বিবাদী নং, ১ থেকে ৩। ঠাকুর ভীম সিং বনাম ঠাকুর কান সিং (১৯৮০) ৩ এস. সি. সি. ৭২, এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি জোরালোভাবে বলেন যে, এই আদালত উপরোক্ত সিদ্ধান্তে যে রায় দিয়েছে, যদি এটি প্রমাণিত হয় যে ক্রয়ের অর্থ সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছে যার পক্ষে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়েছিল, তবে ক্রয়টি প্রাথমিকভাবে সেই ব্যক্তির সুবিধার জন্য বলে মনে করা হয় যিনি ক্রয়ের অর্থ সরবরাহ করেছিলেন, যদি না এর বিপরীতে কোনও প্রমাণ থাকে।

৬.৫ আবেদনকারীর পক্ষে/পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি আরও জমা দিয়েছেন যে নীচের উভয় আদালত পর্যবেক্ষণ এবং ফলস্বরূপ এই রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে বস্তুগতভাবে ভুল করেছে যে বাদী যৌথ পরিবারের সদস্য ছিলেন না।

৬.৬ উপরের জমা দেওয়ার সময়, বর্তমান আপিল এবং বাতিল করার অনুমতি দেওয়ার জন্য এবং নীচের উভয় আদালত কর্তৃক গৃহীত রায় এবং ফরমান বাতিল করার জন্য এবং ফলস্বরূপ মামলাটি ফরমান করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৭. মূল আসামীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী জি. ভি. চন্দ্রশেখর বর্তমান আপিলের বিরোধিতা করে জোরালোভাবে বলেছেন যে, বিদ্বান বিচার আদালতের অনুসন্ধান রেকর্ডিং, হাইকোর্টের দ্বারা নিশ্চিত করেছে যে মামলার সম্পত্তি-আইটেম নং, ১ (এ) থেকে ১ (সি) বেনামী লেনদেন ছিল না, প্রমাণের প্রশংসার ভিত্তিতে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, হাইকোর্টের যথাযথ পর্যবেক্ষণ অনুসারে, কেবলমাত্র মামলা সম্পত্তি কেনার সময় বিবাদীদের কিছু আর্থিক সহায়তা দেওয়া হতে পারে বলে, এটি একটি বেনামী লেনদেনে পরিণত হবে না, যদি না বিপরীত উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রমাণিত হয়।

৭.১. বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি জোরালোভাবে বলেন যে, বর্তমান মামলায়, তিনটি মামলা সম্পত্তিই বিবাদী নং, ১ থেকে ৩ নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে কিনেছিলেন এবং পিতা প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাও দ্বারা কিছু আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছিল, যা বাদীকেও দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান মামলায়, এটি নথিভুক্ত হয়েছে যে বাদী ১৯৫৪ সালে পিডব্লিউ-১-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন; বাদীর বিবাহ প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাও দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল; এবং বাদীর বিবাহের পরে, প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাও এবং বিবাদী নং, ৩ একসাথে বসবাস করছিলেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এটিও রেকর্ডে এসেছে যে প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাও পি বাদীকে ১৫০ নং, বাড়ি বহনকারী বাড়ি, বীরপিল্লাই স্ট্রিট, দেওয়ানী স্টেশন, ব্যাঙ্গালোর অর্জনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিলেন। এটি ১ জমা দেওয়া হয়েছে যে রেকর্ডের প্রমাণগুলিও প্রকাশ করবে যে বিয়ের পরে, বাদী এবং তার স্বামীকে তার বাবা ১০ বছরের জন্য বজায় রেখেছিলেন। এটি ১ জমা দিয়েছে যে, উপরোক্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে, হাইকোর্টের যথাযথ পর্যবেক্ষণ অনুসারে, প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাও এর অভিপ্রায় তাঁর পুত্রদের সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য তাঁর পুত্রদের আশ্রয় প্রদান করেছিলেন এবং তাই, তাদের পিতা প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাও দ্বারা প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা থেকে বিবাদীদের দ্বারা আইটেম ১ (এ) থেকে ১ (সি) পর্যন্ত মামলা সম্পত্তি অধিগ্রহণ কোনও বেনামী লেনদেনের সাথে জড়িত ছিল না।

৭.২. বিবাদীদের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে যে, বেনামী লেনদেন (নিষেধ) আইনের বিধানগুলি পূর্ববর্তীভাবে প্রযোজ্য হবে না। এটি মূল বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলির দ্বারা জোরালোভাবে জমা দেওয়া হয়েছে যে, বিনপন্ত পল বনাম প্রতিমা ঘোষ (২০০৭) ৬ এস. সি. সি ১০০-এর ক্ষেত্রে এই আদালত যেমন পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছে, লেনদেনের বেনামী প্রকৃতির প্রমাণের বোঝা সেই ব্যক্তির উপর নির্ভর করে যিনি লেনদেনটিকে বেনামী বলে অভিযোগ করেছেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে, এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছে যে অর্থের উৎস কখনই একমাত্র বিবেচনার বিষয় হতে পারে না এবং এটি কেবল প্রাসঙ্গিক বিবেচনার মধ্যে একটি, তবে চরিত্রগতভাবে নির্ধারক নয়। এটি জমা দিয়েছে যে, বর্তমান ক্ষেত্রে, বাদী প্রতিষ্ঠিত করতে এবং প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে সম্পত্তি ক্রয়-আইটেম নং, ১ (এ) থেকে ১ (সি) বেনামী প্রকৃতির ছিল এবং/অথবা প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাওয়ের উদ্দেশ্য ছিল পরিবারের পক্ষে এবং পক্ষে মামলাটি ক্রয় করা, কিন্তু বিবাদী নং, ১ থেকে ৩-এর নামে কেনা হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয় যে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট যথাযথভাবে আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে এবং মামলাটি খারিজ করে দিয়ে বিদ্বান বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ফরমানটি যথাযথভাবে নিশ্চিত করেছে, বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়ে যে মামলার সম্পত্তি-আইটেমগুলি-। (ক) থেকে । (গ) বেনামী প্রকৃতির ছিল না। অতএব, বর্তমান আবেদনটি খারিজ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৮. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষ থেকে দীর্ঘ সময় ধরে উপস্থিত আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি। বর্তমান মামলায়, মূল বাদী মামলা সম্পত্তির ১/৪ ভাগ দাবি করে মামলা দায়ের করেছেন, যার মধ্যে মামলা সম্পত্তি রয়েছে-আইটেম নং, । (ক) থেকে । (গ)। স্বীকারযোগ্যভাবে, মামলা সম্পত্তিগুলি যথাক্রমে বিবাদী নং, ১ থেকে ৩ দ্বারা কেনা হয়েছিল। তবে, বাদীর পক্ষে মামলাটি ছিল যে মামলা সম্পত্তির ক্রয় বেনাম ১ টি লেনদেন ছিল কারণ বিক্রয় বিবেচনা তাদের বাবা প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাও দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল। উচ্চ আদালত এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়নি এমন উপরোক্ত ১টি পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছে যে বাদী দৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাওয়ের। থেকে ৩ নং, আসামীর নামে মামলা সম্পত্তি কেনার উদ্দেশ্য ছিল পরিবারের পক্ষে এবং পক্ষে কেনা এবং তাই লেনদেনটিকে বেনামী প্রকৃতির বলা যাবে না।

৮.১. অতএব, এই আদালতের বিবেচনার জন্য যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে তা হল, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে এবং কেবলমাত্র পিতা পুত্রদের সম্পত্তি কেনার জন্য কিছু আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন বলে, লেনদেনগুলি কি 'বেনামী' প্রকৃতির বলে বলা যেতে পারে?

৯. উপরোক্ত প্রশ্নটি বিবেচনা করার সময়, বেনামী লেনদেন/বেনামী প্রকৃতির লেনদেনের বিষয়ে এই/আদালতের কয়েকটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা প্রয়োজনঃ

৯.১ ঠাকুর ভীম সিংহের (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছে যে, একটি নির্দিষ্ট লেনদেনকে বেনামী হিসাবে বিবেচনা করার সময়, যে ব্যক্তি ক্রয়ের অর্থ প্রদান করেছেন তার অভিপ্রায় লেনদেনের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যে ব্যক্তি ক্রয়ের অর্থ প্রদান করেছেন তার অভিপ্রায় কী, তা পার্শ্ববর্তী পরিস্থিতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে; পক্ষগুলির সম্পর্ক; লেনদেন আনতে তাদের পদক্ষেপ পরিচালনা করার উদ্দেশ্য এবং তাদের পরবর্তী আচরণ ইত্যাদি। উপরোক্ত সিদ্ধান্তে, এই আদালত জয়ডাল পোদ্দার বনাম বিবি হাজরা (এম. এস. টি.) (১৯৭৪) ১ এস. সি. সি ৩, এই আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বিবেচনা করেছে, আরও বিশেষভাবে অনুচ্ছেদ ৬, এবং তারপরে অনুচ্ছেদ ১৭ এবং অনুচ্ছেদ ১৮-এ সংক্ষেপে বলা হয়েছে। সেই রায়ের অনুচ্ছেদ ১৭ এবং ১৮ নিম্নরূপঃ

> ১৭. মনমোহন দাসের ক্ষেত্রে লর্ড ম্যাকমিলান যে নীতি ঘোষণা করেছিলেন (এ. আই. আর ১৯৩১ পিসি ১৭৫:১৩৪ আই. সি ৬৬৯:১৯৩১ এ. এল. জে ৫৫০) তা এই আদালত জয় দে আল পোদ্দার বনাম বিবি হাজরা (এম. এস. টি) [(১৯৭৪) ১ এস. সি. সি ৩: (১৯৭৪) ২ এস. সি. আর ৯০]-তে অনুসরণ করেছে যেখানে বিচারপতি সরকারিয়া এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ (এস. সি. সি পৃ. ৬, অনুচ্ছেদ ৬)
>
> "এটা ঠিক যে, একটি নির্দিষ্ট বিক্রয় বেনামী এবং আপাত ক্রেতা যে প্রকৃত মালিক নয়, তা প্রমাণ করার ভার সর্বদা সেই ব্যক্তির উপর নির্ভর করে যে এটিকে আসল মালিক বলে দাবি করে। এই বোঝাটি একটি নির্দিষ্ট চরিত্রের আইনি প্রমাণ যোগ করে কঠোরভাবে নির্বাহ করতে হবে যা হয় বেনামির সত্যকে সরাসরি প্রমাণ করবে অথবা পরিস্থিতি স্থাপন করবে যা অযৌক্তিকভাবে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে সেই সত্যের একটি অনুমান উত্থাপন করবে। বেনামির সারমর্ম হল সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা পক্ষগুলির অভিপ্রায়; এবং বারবার নয়, এই ধরনের অভিপ্রায় একটি পুরু পর্দায় আবৃত করা হয় যা সহজেই ভেদ করা যায় না। কিন্তু এই ধরনের অসুবিধাগুলি লেনদেনটিকে তার উপর নির্ভরশীল গুরুতর দায়বদ্ধতার কোনও অংশের বেনামী বলে দাবি করা ব্যক্তিকে উপশম করে না; প্রমাণের বিকল্প হিসাবে নিছক অনুমান বা অনুমানের গ্রহণযোগ্যতার ন্যায্যতাও দেয় না। কারণ হল যে একটি দলিল একটি গুরুতর নথি যা যথেষ্ট আলোচনার পরে প্রস্তুত এবং কার্যকর করা হয়, এবং যে ব্যক্তিকে নথিতে স্পষ্টভাবে ক্রেতা বা হস্তান্তরকারী হিসাবে দেখানো হয়, তার পক্ষে প্রাথমিক অনুমান দিয়ে শুরু হয় যে আপাত পরিস্থিতিটি প্রকৃত পরিস্থিতি। যদিও প্রশ্নটি একটি

নির্দিষ্ট বিক্রয় বেনামী হোক বা না হোক, এটি মূলত একটি সত্য, এবং এই প্রশ্নটি নির্ধারণের জন্য, সমস্ত পরিস্থিতিতে সমানভাবে প্রযোজ্য কোনও পরম সূত্র বা অ্যাসিড পরীক্ষা নির্ধারণ করা যায় না; তবুও সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন এবং প্রাসঙ্গিক সূচক সংগ্রহের জন্য, আদালতগুলি সাধারণত এই পরিস্থিতি দ্বারা পরিচালিত হয়ঃ (১) যে উৎস থেকে ক্রয়ের অর্থ এসেছে; (২) ক্রয়ের পরে সম্পত্তির প্রকৃতি এবং দখল; (৩) লেনদেনকে বেনামী রঙ দেওয়ার জন্য যদি কোনও উদ্দেশ্য থাকে; (৪) দাবিদার এবং অভিযুক্ত বেনামীদারের মধ্যে পক্ষগুলির অবস্থান এবং সম্পর্ক যদি থাকে তবে; (৫) বিক্রির পরে মালিকানা দলিলের হেফাজত এবং (৬) বিক্রির পরে সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির আচরণ।

১৮. হস্তান্তর একটি বেনামী লেনদেন কি না, এই প্রশ্নের নির্ধারণকে নিয়ন্ত্রণকারী নীতির সারসংক্ষেপ এইভাবে করা যেতে পারেঃ (১) স্থানান্তর একটি বেনাম-১ লেনদেন তা দেখানোর বোঝা সেই ব্যক্তির উপর নির্ভর করে যিনি দাবি করেন যে এটি একটি এই ধরনের লেনদেন; (২) এটি প্রমাণিত হয় যে ক্রয়ের অর্থ সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছিল যার পক্ষে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়েছিল, ক্রয়টি প্রাথমিকভাবে ক্রয়ের অর্থ সরবরাহকারী ব্যক্তির সুবিধার জন্য বলে মনে করা হয়, যদি না বিপরীত প্রমাণ থাকে; (৩) লেনদেনের প্রকৃত চরিত্র ১ঽ সেই ব্যক্তির অভিপ্রায় দ্বারা পরিচালিত হয় যিনি ক্রয়ের অর্থ অবদান রেখেছেন এবং (৪) পার্শ্ববর্তী পরিস্থিতি, পক্ষগুলির সম্পর্ক, পরবর্তী লেনদেনের ক্ষেত্রে তাদের পরিচালনা করার উদ্দেশ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে তার অভিপ্রায় কী ছিল তা নির্ধারণ করতে হবে।

৯.২. বিনাপানি পল মামলায় (উপরে উল্লিখিত), এই আদালত আবার বেনামী লেনদেনের প্রকৃতি বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। এই বিষয়ে এই আদালতের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত বিবেচনা করার পরে, এই আদালত সেই রায়ে পর্যবেক্ষণ করে বলেছিল যে অর্থের উৎস কখনই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় ছিল না। এটি কেবল প্রাসঙ্গিক বিবেচনার মধ্যে একটি, তবে চরিত্র নির্ধারক নয়। এই আদালত শেষ পর্যন্ত ভাল্লিয়াম্মল ওয়াই-এর ক্ষেত্রে তার আগের রায় বিবেচনা করার পরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। সুব্রামানিয়াম (২০০৪) ৭ এস. সি. সি ২৩৩ যে কোনও নির্দিষ্ট লেনদেন বেনামী প্রকৃতির কিনা তা বিবেচনা করার সময়, নিম্নলিখিত ছয়টি পরিস্থিতিকে একটি নির্দেশিকা হিসাবে নেওয়া যেতে পারেঃ

(১) যে উৎস থেকে ক্রয়ের অর্থ এসেছে;

(২) ক্রয়ের পরে সম্পত্তির প্রকৃতি ও দখল;

(৩) লেনদেনের বেনামী রঙ দেওয়ার জন্য যদি কোনও উদ্দেশ্য থাকে;

(৪) পক্ষগুলির অবস্থান এবং দাবিদার এবং অভিযুক্ত বেনামীদারের মধ্যে সম্পর্ক, যদি থাকে;

(৫) বিক্রয়ের পরে মালিকানা দলিলের হেফাজত; এবং

(৬) বিক্রির পরে সম্পত্তির লেনদেনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির আচরণ। (জয় দে আল পোদ্দার বনাম বিবি হাজরা (উপরে), এস. সি. সি পৃষ্ঠা ৭, অনুচ্ছেদ ৬)"

১০. মামলার তথ্যে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আইন প্রয়োগ করে, আমাদের অভিমত হল যে হাইকোর্ট যথাযথভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বাদী প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ১ থেকে ৩ নং, আসামীর নামে মামলা সম্পত্তির ক্রয়-আইটেম নং, । (ক) থেকে । (গ) বেনামী প্রকৃতির ছিল। এটা সত্য যে, মামলা সম্পত্তি কেনার সময়-আইটেম নং, ১ (ক) থেকে ১ (গ), প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাও দ্বারা কিছু আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, এই আদালত পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে যে, লেনদেনটিকে বেনামী প্রকৃতির বলে ধরে রাখার একমাত্র নির্ধারক কারণ/পরিস্থিতি হতে পারে না। বাদী পরিবারের পক্ষে মামলা সম্পত্তি কেনার জন্য বাবার অভিপ্রায় প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন, যা বিবাদীর নামে ১ থেকে ৩ নং, কেনা হয়েছিল। এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে, বাদী কন্যা সাক্ষী বাক্সে পা রাখেনি এবং বাদী পক্ষের পক্ষে প্রমাণ তার স্বামী দ্বারা দেওয়া হয়েছে, যাকে, যতদূর পর্যন্ত যৌথ পরিবার ১ এর ক্ষেত্রে, একজন বহিরাগত বলা যেতে পারে। এছাড়াও, নথিভুক্ত করা হয়েছে যে, বাদী ও তাঁর স্বামী প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাও দ্বারা পরিচালিত ছিলেন। ব্যাঙ্গালোরে আবাসিক বাড়ি কেনার জন্য বাদী ও তাঁর স্বামীকেও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। অতএব, প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাও তাঁর মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং উপরে উল্লিখিত হিসাবে ব্যাঙ্গালোরে আবাসিক বাড়ি কেনার জন্য আর্থিক সহায়তাও দিয়েছিলেন। এটি আরও নথিভুক্ত হয়েছে যে, প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাও এমনকি শেয়ার শংসাপত্রও কিনেছিলেন এবং তাঁর কন্যা-মূল বাদীকেও নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার দেওয়া হয়েছিল। অতএব, উপরোক্ত তথ্য এবং মামলার পরিস্থিতি বিবেচনা করে, প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাও অবশ্যই আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন- ছেলেদের এবং সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করেছিলেন

অতএব, ১ থেকে ৩ নং, আসামীর নামে সম্পত্তি কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাওয়ের উদ্দেশ্যকে নিজের এবং/অথবা তার পরিবারের সদস্যদের জন্য সম্পত্তি কেনা বলে বলা যায় না এবং তাই, হাইকোর্টের যথাযথ পর্যবেক্ষণ অনুসারে, ১ থেকে ৩ নং, আসামীর নামে মামলা সম্পত্তির ক্রয়ের লেনদেন-আইটেম-। (ক) থেকে । (গ)-কে বেনামী প্রকৃতির বলা যায় না। প্রয়াত জি ভেঙ্কট রাওয়ের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর পুত্রদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা এবং এর বাইরে নয়। লেনদেনগুলিকে বেনামী লেনদেন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে কোনওটিই সন্তুষ্ট নয়, যেমনটি এই আদালত উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে বলেছিল, কেবলমাত্র প্রয়াত জি ভেঙ্কটা রাও দ্বারা কিছু আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল। মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে এবং রেকর্ডে থাকা প্রমাণ বিবেচনা করে, মামলা সম্পত্তির ক্রয়-বিবাদী নং, ১ থেকে ৩-এর নামে আইটেম নং, (এ) থেকে । (গ)-কে বেনামী লেনদেন বলা যায় না এবং তাই, বিজ্ঞ বিচার আদালত দ্বারা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং অনুষ্ঠিত এবং হাইকোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, বাদীটির মামলা সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ শেয়ার দাবি করার কোনও অধিকার নেই-আইটেম নং, ১ (ক) থেকে (গ) যা পুত্ররা তাদের নামে পৃথক বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে কিনেছিল। আমরা হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পূর্ণ একমত।

১১. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, বর্তমান আবেদনটি ব্যর্থ হয় এবং খারিজ হওয়ার যোগ্য এবং সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়। কোনও খরচা নেই।

অঙ্কিত জ্ঞানের *আপিল খারিজ।*

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu